#১৮_আগস্ট_মালদার_স্বাধীনতা_দিবস_না

একটি ভুল ইতিহাসের উদযাপনের প্রসঙ্গে কিছু কথা। মূল প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে ২০২২ সালে গৌড়বার্তা উৎসব সংখ্যার পাতায়। তাকেই ভিত্তি করে আবার সেই কথাগুলোই লিখলাম 'রূপান্তরের পথে'-র পাতায়। যে ভুল ইতিহাসকে স্রেফ একটা জাতীয়তাবাদী আবেগের মাধ্যম করে তোলা হচ্ছে, এবং তার সঙ্গে মিশে আছে একটা সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক বয়ান, এবং আমরাও তাকে সত্যি বলেই বিশ্বাস করি .... তাকে দেশভাগের ইতিহাসের তথ্যের নিরিখে বুঝে নেওয়া দরকার। এবং নিয়মিত সেই কথাগুলো বলে যাওয়া সরকার, সেইসব প্রামাণ্য তথ্যের আলোয়।

১৮ ই আগস্ট : আসলে যা হয়েছিল।

©অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত

11th August, 2024

রূপান্তরের পথে, সাময়িকী

(এই লেখাটি আমার একটি পূর্ণাঙ্গ লেখার সংক্ষিপ্ত পুনির্লিখন মাত্র। মূল লেখাটি ‘দেশভাগ, ১৮ই আগস্ট, মালদা : একটি মিথের উৎস সন্ধানে’, শিরোনামে গৌড়বার্তা উৎসব সংখ্যা, ২০২২ এ প্রকাশিত হয়।)

প্রেক্ষাপট : নয়া বয়ান

মালদহ এবং বর্তমান পশ্চিম বাংলার বেশ কিছু জেলার কিছু অংশে সম্প্রতি ১৮ই আগস্ট দিনটিকে নিয়ে এক নতুন ইতিহাসের বয়ান নির্মাণ করা হচ্ছে এই বলে যে এই সকল অংশে, ১৫ই নয় ১৮ই আগস্ট দিনটিই আসলে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদযাপিত হওয়া উচিত। ১৮ই আগস্ট এই স্থানগুলি পুনরায় ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়, ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। সুতরাং এই অঞ্চলগুলিতে ১৮ই আগস্ট দিনটিই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা অর্জনের দিন। গত কয়েকবছরে, বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমে এবং মূলধারার

মিডিয়াতেও ১৮ই আগষ্ট উদযাপনের এক নতুন ঢেউ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সংস্থা ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উদ্যোগে দিনটি সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে মালদহের স্বাধীনতার দিন হিসাবে, এবং একটা অলিখিত সরকারি স্বীকৃতিও যেন এই দিনটিকে মালদার স্বাধীনতার দিন হিসাবে দেখার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অবশ্য কেউ কেউ এই দিনটিকে সরাসরি মালদহের 'প্রকৃত স্বাধীনতার দিন' না বলে 'ভারতভুক্তির দিন' বলে চিহ্নিত করে পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকতে চাইছেন, কিন্তু সেই দাবির পেছনেও কার্যত একই বয়ান উপস্থিত থাকছে, কিছুটা রেখেঢেকে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই সকল দাবির সপক্ষে আদৌ কী কোনও তথ্য প্রমাণ আছে, নাকি শুধুই একটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জাতীয়তাবাদী আবেগকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে নির্মাণ করা হচ্ছে? সমসাময়িক তথ্য, বিবরণ এবং সরকারি নথিপত্রের নিরিখে ১৮ই আগষ্টের বাস্তবতার একটা সার আলোচনা থাকল, কারণ এই কথাগুলো বারবার তুলে ধরার প্রয়োজন এই মুহূর্তে।

যে কথাটি বলবার

মোদ্দা কথাটি হলো ১৮ই আগস্ট মালদার স্বাধীনতা দিবস নয়। হাজারবার বললেও নয়। হাজার উদযাপন করলেও নয়। সাধারণভাবে ঘটনাটা এই যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ইংরেজদের থেকে ক্ষমতার হস্তান্তর হলেও বাউন্ডারি কমিশন বাংলা তথা মালদার সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি, কারণ স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদের বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৭ ই আগস্ট, ১৯৪৭, যেখানে মালদা জেলাকে দুটি অংশে ভেঙে পশ্চিম অংশকে পশ্চিমবঙ্গে ধরে রাখা হয়। দেখা যাচ্ছে ১২ ই আগস্ট, ১৯৪৭ এই বাউন্ডারি কমিশন তার রিপোর্ট প্রস্তুত করে জমা দেয়। যেটি প্রকাশিত হয়, ১৭ ই আগস্ট ১৯৪৭। অর্থাৎ, ১২ তারিখে জমা করা এই কমিশনের রিপোর্টে ঠিক সেটাই বলা আছে যা হুবহু ১৭ই আগস্ট ঘোষণা করা হয়েছিল - " র‍্যাডক্লিফ লাইনটি মালদার যে অংশের ভিতর দিয়ে যাবে তা এইরকম, 'বামনগোলা ও পোরশা; হাবিবপুর ও পোরশা; হাবিবপুর ও গোমস্তাপুর; হাবিবপুর ও ভোলাহাট; মালদা ও ভোলাহাট; ইংরেজবাজার ও ভোলাহাট; ইংরেজবাজার ও শিবগঞ্জ; কালিয়াচক ও শিবগঞ্জ; যেখানে শেষ উল্লিখিত দুটি থানার মধ্যে সীমানা গঙ্গা নদীর ধারে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যের সীমানার সাথে মিলিত হবে।" [REPORT OF THE BENGAL BOUNDARY COMMISSION,

New Delhi, The 12th August,1947, Cyril Radcliffe]। সাড়ে সাত দশকের এপার থেকে এই প্রতিবেদনটি দেখলে দেখলে বোঝা যায় যে ১২ তারিখেই যে বিভাজন চূড়ান্ত করা হয়েছিল, পাঁচদিন পরে

তাকে সেভাবেই ঘোষণা করা হয়। মধ্যবর্তী পাঁচদিন মালদা জেলা সীমান্তের কোনদিকে থাকবে তা সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়নি মাত্র। তাহলে মালদা জেলা পাকিস্তানে চলে গেলো, এই বাস্তবতার ভিত্তি কী? মাঝখানের দাবি আর দৌড়াদৌড়ির যে উজ্জ্বল বিবরণ লেখা আছে তা কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ থেকেই যায়।

ইতিহাস : মাউন্টব্যাটেন এবং বাউন্ডারি কমিশন

ব্রিটিশ সরকারের তরফে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩ জুন বিখ্যাত মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত বাউন্ডারি কমিশনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই সরকার কমিশনের প্রাথমিক কাজ চালানোর সুবিধার জন্য মুসলিম অধ্যুষিত ১৬টি জেলার তালিকা উল্লেখ করে 'provisional boundary' বা সাময়িক সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। এরই সঙ্গে একমাত্র চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তকেই কমিশনের অ্যাওয়ার্ড হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলে। কমিশন গঠনের সময়েই সেটির রায় দ্বিধাহীন ভাবে গ্রহণ করা হবে বলে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে সরকারকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। চেয়ারম্যান স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ ১২ অগস্ট তাঁর রোয়েদাদ লেখা শেষ করেন। পরের দিন তা বড়লাটের কাছে জমা পড়ে এবং র‍্যাডক্লিফ চিরতরে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। মাউন্টব্যাটেন এই রোয়েদাদের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চাইলেও রিপোর্টের সম্ভাব্য ফলাফল অনুমান করে নানা জায়গায় নতুন করে সাম্প্রদায়িক অশান্তি শুরু হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে হাঙ্গামা এড়ানোর জন্য ১৪-১৫ অগস্টে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব শান্তিপূর্ণ ভাবে মিটে যাওয়ার পরই র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন খোদ মাউন্টব্যাটেন। যদিও র‍্যাডক্লিফ ঘোষণার দিন কেন পিছিয়ে দিলেন এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মাউন্টব্যাটেন দেননি। জয়া চ্যাটার্জী তার বিখ্যাত বই, ' বেঙ্গল ডিভাইডেড, হিন্দু কমিউনালিজম অ্যান্ড পার্টিশন, 1932 - 1947' গ্রন্থে এই মতই লিখছেন - শুধু এই আশঙ্কাজনিত বিলম্ব, যে তাড়াহুড়ো করে নির্ধারিত র‍্যাডক্লিফ লাইনের কারণে ১৫ ই আগস্টে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় অপ্রীতিকর ঘটনা তৈরি হতে পারে, র‍্যাডক্লিফ লাইনের ঘোষণা ১৭ তারিখে পিছিয়ে দেওয়া হলো। সেই সময়ের অন্তর্বর্তীকালীন সীমানাকে বজায় রেখেই ১৪ ই আগস্ট এর মধ্যরাত্রে ক্ষমতার হস্তান্তর হলো, অর্থাৎ প্রকৃত সীমানা অস্পষ্ট রেখেই দেশভাগ হলো। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো ১২ থেকে ১৫ ই আগস্ট ভারত জুড়েই সীমান্ত নিয়ে অসম্ভব সব গুজবের জন্ম হলো। বাংলা, এবং মালদাও তার বাইরে ছিল না। তখনকার দিনে আজকের মত দ্রুত খবর আদানপ্রদানের কোনো ব্যবস্থাই

ছিল না। একমাত্র মাধ্যম ছিল রেডিও আর সংবাদপত্র। তাও সেগুলো সাধারণ মানুষের আয়ত্বের বাইরেই ছিল। ফলে র‍্যাডক্লিফের ঘোষণায় বিলম্ব উভয়পক্ষই বিভ্রান্তি আর গুজবের জন্ম দিল। র‍্যাডক্লিফ লাইন ঘোষিত না হওয়ায় এইসব আইনের খবর আসলে একদিকে মুসলিম পক্ষকে ভেবে নিতে বাধ্য করেছিল, যে মালদা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এবং উল্টোদিকে হিন্দু পক্ষও এই বিভ্রান্তির স্বীকার হয়। এই গুজব আর আশঙ্কার একটা ভিত্তি ছিলই, তা হলো মাউন্টব্যাটেন দ্বারা '৩রা জুনের ডিক্লারেশন', যেখানে হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশভাগের সীমানা নির্ধারণ করার কথা প্রাথমিকভাবে ঘোষণা করা হয়। এমনকি যাকে সমর্থন করে নেহেরু সহ অনেকেই রেডিওতে প্রাথমিক বিবৃতি দিয়েছিলেন। আর এই রেডিও ভাষণই গুজব আর সন্দেহকে আরো তীব্র করে তুলেছিল।

এটাও সত্য যে র‍্যাডক্লিফের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্ত কাজ থেকেই মাউন্টব্যাটেন নিজেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। আবার স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে মাউন্টব্যাটেন আরও কিছুদিন থাকলেও পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। কাজেই ১৪ই অগস্টের পরে পাকিস্তানের ব্যাপারে নাক গলানোর কোনও রকম প্রশাসনিক অধিকার মাউন্টব্যাটেনের আদৌ ছিল না। আর র‍্যাডক্লিফ ১২ অগস্ট তাঁর রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরে তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও করেননি, এমনকি ১৬ অগস্ট পর্যন্ত ভারতেও থাকেননি। ভি পি মেনন, তার বিখ্যাত বই 'দ্যা ট্রান্সফার অফ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া'-য় লিখছেন, "স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ ১৩ আগস্ট তার রোয়েদাদ ঘোষণার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন এর পরপরই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের হাতে রোয়েদাদের কপি হস্তান্তর করার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ১৩ তারিখে করাচিতে যাচ্ছিলেন, তাই তিনি সম্ভবত ওই তারিখে দলের নেতাদের তলব করতে পারেননি। ১৭ আগস্ট র‍্যাডক্লিফ পুরস্কার গ্রহণের জন্য তিনি করাচি ও দিল্লি থেকে নেতাদের একত্রিত করতে সক্ষম হন এবং সেই দিনই কপিগুলো হস্তান্তর করা হয়; প্রকৃতপক্ষে, ১৭ তারিখের ঘোষণার আগে, কেউ , এমনকি লর্ড মাউন্টব্যাটেনও অ্যাওয়ার্ডটি দেখেননি বা পড়েননি" (পৃষ্ঠা ৪২২)।

বয়ানের উৎস : হিন্দুপক্ষ বনাম মুসলমান পক্ষ

সুতরাং একথা খুব স্পষ্ট যে মালদার ১৮ ই আগস্ট প্রসঙ্গে যে কয়েনেজগুলি বহুল প্রচলিত আছে, তার অধিকাংশেরই উৎস নানাজনের ব্যক্তিগত বিবরণে প্রচলিত বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা, এবং মালদহের প্রয়াত

ইতিহাসবিদ শ্রদ্ধেয় তুষারকান্তি ঘোষসহ কয়েকজনের লেখাপত্র। যদিও সেইসকল লেখাপত্রে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বয়ানে যে সকল তথ্য বিবৃতি আছে, সরকারি নথিপত্র ঘেঁটে কিংবা গুরুত্বপুর্ণ স্বীকৃত বইপত্র থেকে তার সপক্ষে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ পাইনি। বরং সেইসকল তথ্যাদি ঘটনার অন্য বর্ণনাই দেয়। তুষারকান্তি ঘোষের 'মালদহ ইতিহাসের ধারা' গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, "সীমানা নির্ধারণ কমিশনের কাছে জোর সওয়াল করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জি, শিবেন্দু শেখর রায়, স্যার যদুনাথ সরকার। মালদহের ভারতভুক্তির ডেপুটেশনে সই করেছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার, বিধুশেখর শাস্ত্রী, শিবেন্দু শেখর রায়, রামহরি রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সীমানা নির্ধারণ কমিশনের কাছে এক একটা গ্রাম, এক একটা ইউনিয়ন নিয়ে লড়াই চলেছিল ..."। তখন এইসকল ঘটনার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন না উঠলেও এর প্রভাব যে সীমান্তের ঘোষণায় পড়েছিল, তার কোনো তথ্যগত প্রমাণ নেই। জয়া চ্যাটার্জি লিখছেন, " হিন্দু স্বার্থের মুখপাত্ররা সচেতন ছিলেন যে তাদের সীমানা কমিশনের দাবিগুলি ন্যায্য বা যুক্তিসঙ্গত ছিল তা বোঝাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম ছিল, এর নেতারা সম্ভবত গণনা করেছিলেন যে এটি চেষ্টা করার জন্য দলের কোনও ক্ষতি হতে পারে না। যদি তারা ব্যর্থ হয়, যেমনটি তারা প্রায় নিশ্চিতভাবেই করবে, তারা এখনও দাবি করতে পারে যে তিক্ততা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা হিন্দুদের জন্য লড়াই করেছে। অন্যদিকে, তারা যদি পশ্চিমবঙ্গের জন্য অতি ক্ষুদ্রতম অংশটুকুও (কংগ্রেসের দাবির চেয়ে বেশি) জিততে সফল হয়, তবে তারা দুর্বলদের বিপরীতে, হিন্দু অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো নায়ক হিসাবে বেরিয়ে আসবে।" এবং এটাই ঘটে, মালদার মুসলিমপক্ষ ৩ রা জুনের মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা অনুযায়ী নিশ্চিত ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত জেলা মালদা পাকিস্থানে যাবেই, হিন্দুপক্ষ বিপরীতে যথাসম্ভব নিজেদের পক্ষে মালদাকে রেখে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। এবং তুষারবাবু যাদেরকে সাধারণ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বলে উল্লেখ করছেন, তারা প্রায় সকলেই আসলে হিন্দুপক্ষ, যার সাক্ষ্য মেলে শিবেন্দু শেখর রায় প্রমুখদের লেখাতেও। লালবিহারী মজুমদারও ১৯৪৭ সালের ২৪ জুলাই তারিখের গৌড়দূত পত্রিকায় জানিয়েছেন, " কিছু দিন আগে স্থানীয় মুসলিম লীগ একটি বড় মিছিলের আয়োজন করেছিল। এতে পাকিস্তানের সঙ্গে মালদহের মিলন দাবি করা হয়। মিছিলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান ওঠে। তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে স্থানীয় হিন্দু মহাসভা। মহাসভা মালদাকে হিন্দু বাংলায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে ইংরেজবাজারে কয়েক হাজার লোকের সমাবেশের আয়োজন করে।" ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মালদহের জনসংখ্যায় ৫২.৪ শতাংশ মুসলিম হওয়ায় খুব স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগ সহ মুসলিম জনসংখ্যার বড় অংশই মালদা জেলার পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয় নিশ্চিত ছিল, ফলত ১৫ ই আগস্ট স্পষ্ট ভাবে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদার প্রকাশিত না হওয়ায় সীমান্তের অস্পষ্টতার সুযোগে হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর আশঙ্কা ও আশার আবহে তৎকালীন মালদায় হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের কট্টর অংশের

প্রভাব ও কাজকর্ম বিস্তৃতি লাভ করছিল, বিশেষ করে অনিশ্চয়তার দিনগুলিতে। সাধারণ মানুষও সেই প্রভাবে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছিল। এই দ্বিবিভাজিত ইতিহাসের বর্ণনাই আমরা পাই মালদায় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ তুষারকান্তি ঘোষ, কমল বসাক, নিমাই ঝা, মহ আতাউল্লাহ কিংবা মালদহের প্রথম রাজনৈতিক সাংবাদিক লালবিহারী মজুমদার সহ অন্যান্যদের লেখায়।

পাকিস্থানের পতাকা উত্তোলন : কিছু প্রশ্ন

১৮ ই আগস্টের প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ১৫ ই আগস্ট পাকিস্থানের পতাকা উত্তোলন। প্রসঙ্গত ১৫ ই আগস্ট মালদা জেলা কালেক্টরেটে পূর্ব পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল জনৈক আব্দুল করিম দ্বারা... এখন তথ্য বলছে এরকম কোনো সরকারী নির্দেশ ছিল না। তাও পতাকাটি তোলা হয়, গ্রামে গঞ্জেও অনেক বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু তথ্য ঘাঁটলে এটা বোঝা যায় না যে এই আব্দুল করিম কে ছিলেন, কোনো সরকারি আধিকারিক? আর পাকিস্থানের পতাকা তোলার ক্ষেত্রে সরকারি কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা বড়ো অফিসার কেউই ছিলেন না কেন, প্রথা তো তাই? বরং এই তিনদিন গুজব আর পাল্টা গুজবের ফলে হিন্দুপক্ষে একটা প্যানিক আর মুসলিম পক্ষে যে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ... এর ফলশ্রুতিতেই সম্ভবত এই পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন, যার কোনো সরকারি ঘোষণা ছিল না। আরেকটি তথ্যও গুরুত্বপুর্ণ, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের হাইকমান্ড ২৯ জুন সম্মত হয় যে, স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত বাঙলায় লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকবে। তবে 'পূর্ববঙ্গের' মুসলিম জেলাগুলির জন্য শুধু তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে। (জয়া চ্যাটার্জি, দেশভাগের অর্জন, বাংলা ও ভারত, ১৯৪৭- ১৯৬৭, p. ২২ - ২৩)। শেষের লাইনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এমনিতেই, ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক সভার নির্বাচনে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করতে না চাওয়ায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে (যদিও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে তারা বড় সংখ্যায় জয়লাভ করেছিল)। এবং সেই মোতাবেকই দেশভাগ পর্য্যন্ত মালদার দায়িত্ব লীগ সরকারের হাতে থাকে। মালদাতেও এই ব্যবস্থাই ছিল। অর্থাৎ র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত মালদার লীগ সরকারের শাসন অব্যাহত থাকল। কিন্তু পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৫ থেকে ১৭ এই তিনদিন মালদাকে সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনোভাবেই ভারত বা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো সরকারি নির্দেশনামা জারি করা হয়নি। কেবলমাত্র স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে মালদহের জেলাশাসক অশোক মিত্রের আত্মজীবনী দেখা যেতে পারে, তিনি লিখছেন, "দেশভাগের ফলে মালদা জেলা পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব - পাকিস্তানের মধ্যে শেষ পর্যন্ত দুটি

অসমান অংশে ভাগ হয়। সিরিল র‍্যাডক্লিফের দেশভাগ-সম্বন্ধীয় রায়ে স্পষ্ট লেখা ছিল না, মালদা শেষ পর্যন্ত কোনদিকে পড়বে : ভারতে না পাকিস্তানে । ফলে , ১২ থেকে ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত সমগ্র জেলাটি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রশাসনের অধীনে ছিল..." (তিন কুড়ি দশ, অশোক মিত্র, খন্ড ৩, নতুন ভারত, পৃ: ২,৩)।

অতএব হাতে রইলো পেন্সিল

তুষারকান্তি ঘোষ তার লেখাতেই বলছেন, " ১৫ অগাস্ট মালদার ইতিহাসে একটি ট্র্যাজিক ডে বলা যেতে পারে। কারণ, সেদিন মালদা জেলা স্বাধীনতা পায়নি।" এখানেই সব কথার শেষেই আসল কথাটা লুকিয়ে আছে - '১৫ ই আগস্ট মালদা স্বাধীনতা পায় নি '! স্বাধীনতা কী তবে, যে স্বাধীনতার কথা মালদার অধিকাংশ ইতিহাস লেখকরা লেখেন? যা, ১৫ই আগস্ট পাওয়া যায়নি? অথচ ১৪ ই আগস্ট মাঝরাতেই ইংরেজরা ভারত শাসনের অধিকার ত্যাগ করে, ফলে ভারত হোক বা পাকিস্থান, পশ্চিম হোক বা পূর্ব ... ১৫ ই আগস্ট সবারই স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন। কথাটা শুধু আজকের এপারের মালদা জেলা সম্বন্ধে নয়, ওপারের মালদার খণ্ডিত অংশের ক্ষেত্রেও সত্য (অন্তত ১৯৭১ পর্য্যন্ত তাই ছিল)। এরপরও যেটা পড়ে থাকে, তা নিছক অস্পষ্টতা। এযাবৎ দীর্ঘদিন, দেশভাগের পর থেকেই, তাকে ঘিরে কোনো আগ্রহ বা উন্মাদনা চোখে পড়েনি, এমনকি জেলার বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও বেঁচে থাকাকালীন এই দিনটি নিয়ে বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস দেখাননি। বইয়ের পাতাতেও এক অনুচ্ছেদের বেশি জায়গা দেওয়া হয়নি, নিছক আর পাঁচটা ঐতিহাসিক দিনের মতোই। আলাদা করে তাকে স্বাধীনতা দিবসের গরিমায় আলোকিত করে তোলা হয়নি কোনোদিনই। ২০১৫ নাগাদ আবার এই দিনটিকে নিয়ে চর্চা শুরু হলো , কতকটা ইতিহাসের নবীকরণ করার মতই । এবং খুব আশ্চর্যজনকভাবে এই ভূমিতে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই, প্রায় হাত ধরাধরি করেই। ১৮ ই আগস্ট হয়ে উঠল কখনও ভারতের স্বাধীনতা দিবস, কখনো ভারতভুক্তি দিবস। এখন যেটা জিজ্ঞাস্য, ১৮ আগস্ট যদি মালদার প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস হয়, তবে কার থেকে স্বাধীনতা ? ইংরেজরা যে নয় তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি, যাকে সরকারী বয়ানে 'ক্ষমতার হস্তান্তর ' বলা হয়, তা ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ এই সম্পন্ন হয়েছে। সেই অর্থে সমস্ত ভারতের স্বাধীনতা দিবস ১৫ ই আগস্ট। আর এটাও নয় যে ১৫ থেকে ১৮ শুধু মালদাতেই ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত ছিল, তাও নয়। একই দেশে দুটি স্বাধীনতা দিবস কিভাবে হয়? আর ১৮ আগস্ট যদি মালদার ভারতভুক্তি হয়, (যেটা তুলনামূলকভাবে কম র‍্যাডিক্যাল বক্তব্য), তাহলে যেটা দাঁড়ায়, আগে ভারত পরে মালদা .... ১৫ থেকে ১৭ আগস্ট , ১৯৪৭ মালদা কোথায় অন্তর্ভুক্ত

ছিল, যদি র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রকাশিত না হয়ে থাকে? সরকারি ভাবে কোনো ঘোষণাই হয় নি, যে মালদা কোথায় থাকল! যেটা ছিল সেটা একটা অবস্থানহীনতা, এবং তার জন্য পূর্বনির্ধারিত একটা তদারকী বন্দোবস্ত। আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, এই তিনদিন সমগ্র মালদা পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল (যা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, এবং সেটি ছিল অবশ্যই একটি অস্থায়ী বন্দোবস্ত, সরকারিভাবে ১৫ থেকে ১৭ আগস্ট, ১৯৪৭ মালদার এই ভূখণ্ডের কোনো দেশ ছিল না, স্রেফ কেয়ারটেকার ছিল।), তাহলেও ১৭-র ঘোষণায় তার একাংশই ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় মাত্র। মালদার বাকি অংশ পূর্ব পাকিস্থান হয়ে যায়। আর মালদা বলতে আমরা যে অংশকে বুঝছি সেটাও তো সম্পূর্ণ মালদা নয়। শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল ... এই অংশগুলোও কি মালদা ছিল না? নাকি সেই ইতিহাস মুছে গেছে? মালদা প্রথমে পাকিস্থানে গেলো পরে তার একটা অংশ ভারতে ফিরে এলো, এই বক্তব্যটাই তো ভুল। মালদা কোথাও যায়নি। তাই ভারতভূক্তি কথাটারও কোনো ঐতিহাসিক বাস্তবতা নেই।

তাহলে? অর্থাৎ প্রকারান্তরে ১৮ আগস্টের স্বাধীনতা বললে আসলে এই স্বাধীনতা মুসলমান শাসন থেকে, আর অন্তর্ভুক্তি বললে তাও সেই মুসলিম পাকিস্থান (যা মোটেও সঠিক নয়) এটা বোঝা কঠিন হয় না। সেদিন পাকিস্থানের পতাকা নামিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা তোলার স্বাভাবিক ঘটনাকে এই নতুন ইতিহাসের মূলবিন্দু করে তোলাটাই আজকের সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের প্রতীক মাত্র। আর এর পেছনে এক খণ্ডিত সাম্প্রদায়িক বিবরণ মালদার ইতিহাস হয়ে থেকে যায়। যেটা ছিল নিছক প্রশাসনিক অব্যবস্থা, তাকে সাম্প্রদায়িক ইতিহাস নির্মাণের রাজনৈতিক ভাষ্যে রূপান্তরিত করা হল। যার মধ্যে সত্যতার লেশমাত্র নেই।

আসলে এই দিনটির কোনো আলাদা তাৎপর্য্যই নেই। এতদিন ছিলই না। পুরোনো মানুষরা কেউ দেনওনি। আমার শিক্ষক রাধাগোবিন্দ ঘোষের সম্পাদিত বইয়ে মালদার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা লিখেছেন, তাদের সম্বন্ধে পুরোনো বিশিষ্ট মানুষেরা লিখেছেন, তারাও কিছুই লেখেন নি। এভাবেও দেখেন নি। কেবল কুতুবপুর বাবুপাড়ার একটি ক্লাব এই দীর্ঘদিন এই অনুষ্ঠান পালন করত, তাও কেন তারও একটা প্রেক্ষাপট আছে।

এতদিন পরে হঠাৎ করে স্বাধীনতা, ভারতভুক্তি বলে আমরা মেতে উঠলাম কেন, সেটা সম্পূর্ণই রাজনৈতিক প্রয়োজনে, বুঝিয়ে অসুবিধা হয় না। কিন্তু ইতিহাস ব্যক্তি-মত নিরপেক্ষ, আর সেই ইতিহাস তথ্যের নিরিখে

এই দিনের আলাদা করে কোনো বিশেষত্বের কথা বলে না, জাস্ট একটা দীর্ঘ সীমানা নির্ধারণের প্রশাসনিক অব্যবস্থার অবসানের দিন।

(লেখাটি লিখতে যে সকল বইপত্র, রিপোর্ট, তথ্যের সাহায্য নিয়েছি সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ আমার মূল লেখাটিতে, গৌড়বার্তা উৎসব সংখ্যা, ২০২২ এ পাওয়া যাবে।)

এসপ্তাহে ৬ পৃষ্ঠা
সামযিকী
রূপান্তরের পথে
সমকালের চোখে
সামযিকী
Postal Registration No. W.B./N.B.S.R./W-10

USE THIS SPACE @ 500/-

৪৯ বর্ষ/৩২ সংখ্যা ❑ মালদা ❑ ১১ অগাস্ট, ২০২৪ ❑ ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩১ ❑ রবিবার ❑ পাঁচ টাকা

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে শহরে জেলা বামফ্রন্টের মিছিল ৯ অগাস্ট। ছবি : অমল রজক

চিকিৎসক নিগৃহীত, কাঠগড়ায় বিডিও

রূ.পথে সংবাদ ■ কর্মরত অবস্থায় চিকিৎসককে মারধরের ঘটনায় বিডিওর শাস্তির দাবিতে ব্যানার প্লাকার্ড হাতে পথে নামলো চিকিৎসকেরা। মালদার হবিবপুরে চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও অভিযুক্ত বিডিওর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই অভিযোগ তুলে চিকিৎসকদের বিক্ষোভ। সোমবার থেকে কর্মবিরতির হুমকি দিল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।
এর আগে, হবিবপুর ব্লকের বিডিওর বিরুদ্ধে হাসপাতালে ঢুকে চিকিৎসককে নিগ্রহ করার অভিযোগ উঠলো। ৯ আগস্ট ভোর রাতে হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতালের ঘটনা। আক্রান্ত চিকিৎসক বিডিওর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনা ঘিরে আতঙ্কিত স্বাস্থ্যকর্মীরা হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এলাকায়ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্ত বিডিও অবশ্য কোনো মন্তব্য করেননি। জানা গিয়েছে, সময়ে চিকিৎসক পাওয়া যায়নি দাবি করে তিনিও থানায় পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেছেন।
হবিবপুরের বিডিও অংশুমান দত্ত ৯ আগস্ট রাত পৌনে তিনটা নাগাদ অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেসময় হাসপাতালে চিকিৎসকের দায়িত্বে ছিলেন দীপাঞ্জন মন্ডল। তিনি অভিযোগ করেছেন, বিডিও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন খবর পেয়েই বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। ওনাকে ভেতরে নিয়ে আসতে বলা হয়। এতেই বিডিও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তাঁর জামার কলার ধরে মারতে শুরু করেন। ওনার সঙ্গে আসা বাড়ির লোকেরা কোনো রকমে ওনাকে সরিয়ে নেন। ওনাকে বলা হয় রুগীকে পরীক্ষা করা ও চিকিৎসার জন্যতো ভেতরে আনতেই হবে। তাতে করে উনি আবারো ঝাঁপিয়ে পড়েন। ধাক্কা লেগে চিকিৎসক পড়ে যান। ওনার ডান হাতের একটি আঙুলের নখ উঠে যায়। (৫ পৃষ্ঠায়)

ভুতনিতে ব্যাপক ভাঙন

রূ.পথে সংবাদ ■ মালদা জেলার মানিকচক ব্লকের ভুতনি থানার অন্তর্গত কাল্টনটোলা ও কেশবপুর এলাকায় গঙ্গা নদী ও কোশী নদীর ভয়াবহ রূপ, যেকোনো সময় প্লাবিত হতে পারে ভুতনির অসংখ্য গ্রাম আশঙ্কা স্থানীয়দের। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি এলাকা পরিদর্শন করলেন মানিকচকের বিধায়িকা সাবিত্রী মিত্র ছাড়াও সদর মহকুমা শাসক ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিক ও শেষ দপ্তরের আধিকারিকেরা। আপদকালীন পরিস্থিতিতে রিং বাঁধ তৈরীর যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন জেলা প্রশাসন। উল্লেখ্য বিগত কিছুদিন ধরেই গঙ্গা নদী ও কোশী নদীতে জল বাড়ার পর থেকেই ভুতনির কেশবপুর ও কাল্টন টোলা এলাকা জুড়ে ব্যাপক নদী ভাঙন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই মুল বাঁধ বেশ কিছু অংশ নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে। বর্তমানে নদী থেকে প্রায় ১০০ মিটার দুরে রয়েছে গ্রাম যে কোন মুহূর্তে নদীর জল (৬ পৃষ্ঠায়)

মালগাড়ি বেলাইন

রূ.পথে সংবাদ ■ আবারো ট্রেন দুর্ঘটনা! শুক্রবার সকাল ১০.৪০ টায় হরিশচন্দ্রপুর থানা এলাকায় কুমেদপুর স্টেশনের কাছে তেলের ট্যাঙ্কারবাহী একটি মালগাড়ির পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। তাতে হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও মেইন লাইনে এই দুর্ঘটনার জেরে ট্রেন চলাচল ভীষণ রকম বিঘ্নিত হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল, রুট ঘুরিয়ে দেওয়া এবং মাঝপথে যাত্রা (৬ পৃষ্ঠায়)

যীশু বাবার বুজরুকি বন্ধ করল প্রশাসন

রূ.পথে সংবাদ ■ হবিবপুরে যীশু বাবার বুজরুকি বন্ধ। গত ৯ মাস ধরে হবিবুরের ৯ মাইলের কাছে ফুলবোনা গ্রামে স্বঘোষিত যীশু বাবা সেজে সব রোগ, সমস্যার তেল পড়া জল পড়া দিয়ে সমাধান করছিলেন বিহারের কাটিহার জেলার বাসিন্দা মঙ্গল হেমব্রম। লোক ঠেকানোর এই কারবারে ওনার মুল সহায় ছিলেন পাকুয়াহাটের সালালপুর গ্রামের বাসিন্দা সামিয়েল বাস্কে। তিনি আবার দক্ষিণ দিনাজপুরে আজমতপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের শিক্ষক। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মালদার কর্মীরা তৎপর হয়ে উঠতেই বিডিও, পুলিস, স্বাস্থ্য কর্তারা নড়েচড়ে বসেন। বিজ্ঞান মঞ্চের মালদা জেলা (৫ পৃষ্ঠায়)

শহরে ডেঙ্গি রোধে মিছিল

রূ.পথে সংবাদ ■ ৮ অগাস্ট ডেঙ্গি প্রতিরোধক কর্মসূচিকে সামনে রেখে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। শহর জোড়া এই শোভাযাত্রায় পা মিলিয়ে ছিলেন পুরপতি কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজিৎ সামন্ত, রেড ক্রশ সোসাইটির সম্পাদক ডাঃ ডি. সরকার সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা।
সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক বলেন, সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে জেলা থেকে ডেঙ্গি নির্মুল করতে হবে। চলতি বর্ষার মরশুমে জমা জল নিয়ে সকলকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন তিনি। (৫ পৃষ্ঠায়)

'ফ্ল্যাট কিনুন, প্রতারিত হবেন না'

রূ.পথে সংবাদ ■ শহরাঞ্চলে বহুতলের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ক্রেতাদের প্রতারিত হওয়ার সংখ্যাও। শর্ত খেলাপের হাজারো উদাহরণ রয়েছে কম বেশি প্রায় সমস্ত প্রোমটারের বিরুদ্ধে। এবার প্রতারণার হাত থেকে ক্রেতাদের রক্ষা করতে এগিয়ে এল গৌড়বঙ্গ ডেভলপার্স অ্যাসোসিয়েশন মালদা। সম্প্রতি সাহাপুরে এক বিলাস বহুল রিসর্টে অনুষ্ঠিত সংগঠনের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভায় এই অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করলেন সংগঠনের কর্তারা। তবে এ ক্ষেত্রে তাদের অনুরোধ ফ্ল্যাট ক্রয় করতে হবে অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদিত সদস্যদের কাছ থেকে। শংসাপত্র দেখে। সদস্য তালিকায় রয়েছেন প্রবীন ভাটিয়া, বিনোদ আগরওয়াল, শুভ্রাংশু দাস, পঙ্কজ অধিকারি, মানস কুমার কুণ্ডু, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার সেন সহ মোট ৫১ জন। উপস্থিত ছিলেন, পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, উপ-পুর প্রধান সুমালা আগরওয়াল, মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডু প্রমুখ।

বিএসএফের গুলি, গরু উদ্ধার

রূ.পথে সংবাদ ■ গরু পাচারকারীদের হাতে বিএসএফের এক মহিলা জওয়ান আক্রান্ত হলেন। তবে সেই জওয়ানের সাহসিকতায় দুষ্কৃতীরা পিছু হটেছে। আত্মরক্ষার্থে তিনি গুলি চালালে দুষ্কৃতীরা বাংলাদেশের দিকে পালিয়ে যায়, পরে তল্লাশি চালিয়ে ওই এলাকা থেকে ৬টি গরু উদ্ধার হয়েছে। বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে গত ৭ আগস্ট রাতে হবিবপুর থানা এলাকায় কেদারিপাড়া সীমান্ত চৌকির কাছে এই ঘটনা ঘটেছে। বিএসএফের দাবি অনুযায়ী, কেদারিপাড়া দিয়ে সম্ভাব্য গরু পাচারের খবর (৬ পৃষ্ঠায়)

বাংলাদেশের অস্থিরতার ছায়া পড়ল সীমান্তের এপারেও

রূ.পথে সংবাদ ■ বাংলাদেশে চলতে থাকা অস্থিরতার ছায়া পড়লো সীমান্তের এ পারেও। সীমান্তবর্তী জেলা মালদাতে এই প্রভাব দেখা যাবে, সেটাই স্বাভাবিক ছিল। একদিকে মহদীপুর সীমান্ত দিয়ে বাণিজ্য বন্ধ থাকলো বেশ কিছুদিন, বন্ধ ছিল মানুষের যাতায়াত, অন্যদিকে সে দেশে থাকা আত্মীয়স্বজনের জন্য ক্রমশঃ উদ্বেগ বাড়ছে এ জেলার বাসিন্দাদের।
বাংলাদেশে অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৪ অগাস্ট থেকে মহদীপুর সহ রাজ্যের ছয়টি সীমান্ত বাণিজ্যকেন্দ্র থেকেই রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। এ দেশ থেকে যাওয়া রপ্তানী ট্রাকগুলি চালক ও খালাসি সহ আটকে পড়ে সীমান্তের ওপারে। একদিকে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ অন্যদিকে রপ্তানি কেন্দ্রগুলিতে দাঁড়িয়ে থাকা শ'য়ে শ'য়ে ট্রাক ঘিরে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং তারপর দেশজোড়া হিংসার পরিস্থিতি তৈরি হয়।
মুলতঃ ট্রাকের চালক ও খালাসিদের নিরাপত্তা এবং সীমান্তে শৃঙ্খলার জন্য তৎপর হয় বিএসএফ। সর্বোচ্চ আধিকারিকরা ছুটে আসেন রাজ্যের সীমান্তে, কথা বলতে শুরু করেন বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষাবাহিনীর সাথেও। গত ৬ অগাস্ট মহদীপুরের শুল্ক দপ্তরের অধিকর্তা দেবদুলাল চট্টোপাধ্যায় সীমান্তের ওপারে গিয়ে বাংলাদেশের আধিকারিক ও আমদানীকারকদের সাথে বৈঠক করেন। উপস্থিত ছিলেন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীও, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেই আমদানি-রপ্তানীতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয় বাংলাদেশের তরফ থেকে, মাল খালাস করে খালি ভারতীয় ট্রাক এদেশে পাঠানো শুরু হয় সেদিন থেকেই। তারপরেই মুলতঃ ফল, পেঁয়াজ, লঙ্কা বাহী ট্রাকগুলি বাংলাদেশে যেতে শুরু করে। জানা গেল এদিন থেকেই ঘোজাডাঙা, পেট্রাপোল সহ রাজ্যের বাকি রপ্তানী কেন্দ্রগুলিতেও রপ্তানী শুরু হয়েছে।
বাণিজ্যে আপাতত স্বস্তি ফিরলেও দুই দেশের নাগরিকদের মধ্যে এখনও উদ্বেগের ছায়া। চিকিৎসার কারণে এদেশে আসা মানুষ ঘরে ফিরছেন এক অনিশ্চয়তা বুকে নিয়ে। হাসিনা সরকারের পতন হয়তো অনেকেই চেয়েছিলেন, সমর্থন করেছিলেন ছাত্রদের সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলনও, (২ পৃষ্ঠায়)

মালদা ১৯৪৭

১৫, ১৬, ১৭, ১৮ই আগস্ট

বিভাজনের ইতিবৃত্ত

▪ অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত

মিচেল র‍্যাডক্লিফ

১৮ ই আগস্ট : আসলে যা হয়েছিল

প্রেক্ষাপট : নয়া বয়ান

মালদহ এবং বর্তমান পশ্চিমবাংলার বেশ কিছু জেলার কিছু অংশে সম্প্রতি ১৮ই আগস্ট দিনটিকে নিয়ে এক নতুন ইতিহাসের বয়ান নির্মাণ করা হচ্ছে এই বলে যে এই সকল অংশে, ১৫ই নয় ১৮ই আগস্ট দিনটিই আসলে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদযাপিত হওয়া উচিত। ১৮ই আগস্ট এই স্থানগুলি পুনরায় ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়, ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। সুতরাং এই অঞ্চলগুলিতে ১৮ই আগস্ট দিনটিই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা অর্জনের দিন। গত কয়েকবছরে, বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমে এবং মূলধারার মিডিয়াতেও ১৮ই আগস্ট উদযাপনের এক নতুন ঢেউ লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সংস্থা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উদ্যোগে দিনটি সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে মালদহের প্রকৃত স্বাধীনতার দিন হিসাবে এবং একটা অলিখিত সরকারি স্বীকৃতিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অবশ্য কেউ কেউ এই দিনটিকে সরাসরি মালদহের 'প্রকৃত স্বাধীনতার দিন' না বলে 'ভারতভুক্তির দিন' বলে চিহ্নিত করে পলিটিক্যালি কারেক্ট থাকতে চাইছেন, কিন্তু সেই দাবির পেছনেও কার্যত একই বয়ান উপস্থিত থাকছে, কিছুটা রেখেঢেকে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই সকল দাবির সপক্ষে আদৌ কী কোনও তথ্য প্রমাণ আছে, নাকি শুধুই একটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জাতীয়তাবাদী আবেগকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে নির্মাণ করা হচ্ছে? সমসাময়িক তথ্য, বিবরণ এবং সরকারি নথিপত্রের নিরিখে ১৮ই আগস্টের বাস্তবতার একটা সার আলোচনা থাকল, কারণ এই কথাগুলো বারবার তুলে ধরার প্রয়োজন এই মুহূর্তে।

যে কথাটি বলবার

মোদ্দা কথাটি হলো ১৮ই আগস্ট মালদার স্বাধীনতা দিবস নয়। হাজার উদযাপন করলেও নয়। সাধারণভাবে ঘটনাটা এই যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ইংরেজদের থেকে ক্ষমতার হস্তান্তর হলেও বাউন্ডারি কমিশন বাংলা তথা মালদার সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি, কারণ স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদের বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৭ই আগস্ট, ১৯৪৭, যেখানে মালদা জেলাকে দুটি অংশে ভেঙে পশ্চিম অংশকে পশ্চিমবঙ্গে ধরে রাখা হয়। দেখা যাচ্ছে ১২ ই আগস্ট, ১৯৪৭ এই বাউন্ডারি কমিশন তার রিপোর্ট প্রস্তুত করে জমা দেয়। যেটি প্রকাশিত হয় ১৭ ই আগস্ট ১৯৪৭। এবং ১২ তারিখে জমা করা এই কমিশনের রিপোর্টে ঠিক সেটাই বলা আছে যা হুবহু ১৭ই আগস্ট ঘোষণা করা হয়েছিল - 'র‍্যাডক্লিফ লাইনটি মালদার যে অংশের ভিতর দিয়ে যাবে তা এইরকম, — বামনগোলা ও পোরশা; হাবিবপুর ও পোরশা; হাবিবপুর ও গোমস্তাপুর; হাবিবপুর ও ভোলাহাট; মালদা ও ভোলাহাট; ইংরেজবাজার ও ভোলাহাট; ইংরেজবাজার ও শিবগঞ্জ; কালিয়াচক ও শিবগঞ্জ; যেখানে শেষ উল্লিখিত দুটি থানার মধ্যে সীমানা গঙ্গা নদীর ধারে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যের সীমানার সাথে মিলিত হবে।' [REPORT OF THE BENGAL BOUNDARY COMMISSION– New Delhi– The 12th August–1947– Cyril Radcliffe]। অর্থাৎ ১২ তারিখেই যে বিভাজন চূড়ান্ত করা হয়েছিল, পাঁচদিন পরে তাকে সেভাবেই ঘোষণা করা হয়; মধ্যবর্তী পাঁচদিন মালদা জেলা সীমান্তের কোনদিকে থাকবে তা সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়নি মাত্র। তাহলে মালদা জেলা পাকিস্তানে চলে গেলো, এই বাস্তবতার ভিত্তি কী? মাঝখানের দাবি আর দৌড়াদৌড়ির যে উজ্জ্বল বিবরণ লেখা আছে তা কতটা যুক্তিযুক্ত?

ইতিহাস : মাউন্টব্যাটেন এবং বাউন্ডারি কমিশন

ব্রিটিশ সরকারের তরফে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩ জুন বিখ্যাত মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত বাউন্ডারি কমিশনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই সরকার কমিশনের প্রাথমিক কাজ চালানোর সুবিধার জন্য মুসলিম অধ্যুষিত ১৬টি জেলার তালিকা উল্লেখ করে 'provisional boundary' বা সাময়িক সীমানা নির্ধারণ করে দেয়, যার মধ্যে মালদার নাম ছিল। এরই সঙ্গে একমাত্র চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তকেই কমিশনের অ্যাওয়ার্ড হিসাবে গ্রহণ করার কথা ঠিক হয়। কমিশন গঠনের সময়েই সেটির রায় দ্বিধাহীন ভাবে গ্রহণ করা হবে বলে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে সরকারকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। চেয়ারম্যান স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ ১২ আগস্ট তাঁর রোয়েদাদ লেখা শেষ করেন। পরের দিন তা বড়লাটের কাছে জমা পড়ে এবং র‍্যাডক্লিফ চিরতরে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। মাউন্টব্যাটেন এই রোয়েদাদের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চাইলেও রিপোর্টের সম্ভাব্য ফলাফল অনুমান করে নানা জায়গায় নতুন করে সাম্প্রদায়িক অশান্তি শুরু হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে হাঙ্গামা এড়ানোর জন্য ১৪-১৫ আগস্টে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব শান্তিপূর্ণ ভাবে মিটে যাওয়ার পরই র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন খোদ মাউন্টব্যাটেন। যদিও র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড ঘোষণার দিন কেন পিছিয়ে দিলেন এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মাউন্টব্যাটেন দেননি। জয়া চ্যাটার্জী তার বিখ্যাত বই, 'বেঙ্গল ডিভাইডেড, হিন্দু কমিউনালিজম অ্যান্ড পার্টিশন, ১৯৩২ - ১৯৪৭' গ্রন্থে এই মতই লিখছেন—শুধু এই আশঙ্কাজনিত বিলম্ব, যে তাড়াহুড়ো করে নির্ধারিত র‍্যাডক্লিফ লাইনের কারণে ১৫ই আগস্টে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় অপ্রীতিকর ঘটনা তৈরি হতে পারে, র‍্যাডক্লিফ লাইনের ঘোষণা ১৭ তারিখে পিছিয়ে দেওয়া হলো। সেই সময়ের অন্তর্বর্তীকালীন সীমানাকে বজায় রেখেই ১৪ই আগস্ট এর মধ্যরাত্রে ক্ষমতার হস্তান্তর হলো, অর্থাৎ প্রকৃত সীমানা অস্পষ্ট রেখেই দেশভাগ হলো। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো ১২ থেকে ১৫ই আগস্ট ভারত জুড়েই সীমান্ত নিয়ে অসম্ভব সব গুজবের জন্ম হলো। বাংলা এবং মালদাও তার বাইরে ছিল না। তখনকার দিনে আজকের মত দ্রুত খবর আদানপ্রদানের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। একমাত্র মাধ্যম ছিল রেডিও আর সংবাদপত্র। তাও সেগুলো সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরেই ছিল। ফলে র‍্যাডক্লিফের ঘোষণায় বিলম্ব উভয়পক্ষই বিভ্রান্তি আর গুজবের জন্ম দিল। র‍্যাডক্লিফ লাইন ঘোষিত না হওয়ায় এইসব আইনের খবর আসলে একদিকে মুসলিম পক্ষকে ভেবে নিতে বাধ্য করেছিল, যে মালদা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এবং উল্টোদিকে হিন্দু পক্ষও এই বিভ্রান্তির শিকার হয়। এই গুজব আর আশঙ্কার একটা ভিত্তি ছিলই, তা হলো মাউন্টব্যাটেন দ্বারা '৩রা জুনের ডিক্লারেশন', যেখানে হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশভাগের সীমানা নির্ধারণ করার কথা প্রাথমিকভাবে ঘোষণা করা হয়। এমনকি যাকে সমর্থন করে নেহেরু সহ অনেকেই রেডিওতে প্রাথমিক বিবৃতি দিয়েছিলেন। আর এই রেডিও ভাষণই গুজব আর সন্দেহকে আরো তীব্র করে তুলেছিল।

এটাও সত্য যে র‍্যাডক্লিফের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্ত কাজ থেকেই মাউন্টব্যাটেন নিজেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। আবার স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে মাউন্টব্যাটেন আরও কিছুদিন থাকলেও পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। কাজেই ১৪ই আগস্টের পরে পাকিস্তানের ব্যাপারে নাক গলানোর কোনও রকম প্রশাসনিক অধিকার মাউন্টব্যাটেনের আদৌ ছিল না। আর র‍্যাডক্লিফ ১২ আগস্ট তাঁর রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরে তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও করেননি, এমনকি ১৬ আগস্ট পর্যন্ত ভারতেও থাকেননি। ভি পি মেনন, তার বিখ্যাত বই 'দ্যা ট্রান্সফার অফ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া'-য় লিখছেন, 'স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ ১৩ আগস্ট তার রোয়েদাদ ঘোষণার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন এর পরপরই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের হাতে রোয়েদাদের কপি (৪ পৃষ্ঠায়)

ীপক মণ্ডল, ৯৪৩৪৩০৪১৪৪

বিভাজনের ইতিবৃত্ত

(৩ পৃষ্ঠার পর)

হস্তান্তর করার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ১৩ তারিখে করাচিতে যাচ্ছিলেন, তাই তিনি সম্ভবত ওই তারিখে দলের নেতাদের তলব করতে পারেননি। ১৭ আগস্ট র‍্যাডক্লিফ পুরস্কার গ্রহণের জন্য তিনি করাচি ও দিল্লি থেকে নেতাদের একত্রিত করতে সক্ষম হন এবং সেই দিনই কপিগুলো হস্তান্তর করা হয়; প্রকৃতপক্ষে, ১৭ তারিখের ঘোষণার আগে, কেউ , এমনকি লর্ড মাউন্টব্যাটেনও অ্যাওয়ার্ডটি দেখেননি বা পড়েননি' (পৃষ্ঠা ৪২২)।

বয়ানের উৎস : হিন্দুপক্ষ বনাম মুসলমান পক্ষ

সুতরাং একথা খুব স্পষ্ট যে মালদার ১৮ই আগস্ট প্রসঙ্গে যে কয়েনেজগুলি বহুল প্রচলিত আছে, তার অধিকাংশেরই উৎস নানাজনের ব্যক্তিগত বিবরণে প্রচলিত বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা, এবং মালদহের কয়েকজন ইতিহাসবিদদের লেখাপত্র। যদিও সেইসকল লেখাপত্রে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বয়ানে যে সকল তথ্য বিবৃত আছে, সরকারি নথিপত্র ঘেঁটে কিংবা গুরুত্বপুর্ণ স্বীকৃত বইপত্র থেকে তার সপক্ষে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ পাইনি। বরং সেইসকল তথ্যাদি ঘটনার অন্য বর্ণনাই দেয়। তুষারকান্তি ঘোষের 'মালদহ ইতিহাসের ধারা' গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, 'সীমানা নির্ধারণ কমিশনের কাছে জোর সওয়াল করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জি, শিবেন্দু শেখর রায়, স্যার যদুনাথ সরকার। মালদহের ভারতভুক্তির ডেপুটেশনে সই করেছিলেন স্যার যদুনাথ সরকার, বিধুশেখর শাস্ত্রী, শিবেন্দু শেখর রায়, রামহরি রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সীমানা নির্ধারণ কমিশনের কাছে এক একটা গ্রাম, এক একটা ইউনিয়ন নিয়ে লড়াই চলেছিল'। তখন এইসকল ঘটনার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন না উঠলেও এর প্রভাব যে সীমান্তের ঘোষণায় পড়েছিল, তার কোনো তথ্যগত প্রমাণ নেই। জয়া চ্যাটার্জি লিখছেন, 'হিন্দু স্বার্থের মুখপাত্ররা সচেতন ছিলেন যে তাদের সীমানা কমিশনের দাবিগুলি ন্যায্য বা যুক্তিসঙ্গত ছিল তা বোঝাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম ছিল যদি তারা ব্যর্থ হয়, যেমনটি তারা প্রায় নিশ্চিতভাবেই করবে, তারা এখনও দাবি করতে পারে যে তিক্ততা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা হিন্দুদের জন্য লড়াই করেছে। অন্যদিকে, তারা যদি পশ্চিমবঙ্গের জন্য অতি ক্ষুদ্রতম অংশটুকুও (কংগ্রেসের দাবির চেয়ে বেশি) জিততে সফল হয়, তবে তারা দুর্বলদের বিপরীতে, হিন্দু অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো নায়ক হিসাবে বেরিয়ে আসবে।' এবং এটাই ঘটে, মালদার মুসলিমপক্ষ ওরা জুনের মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা অনুযায়ী নিশ্চিত ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত জেলা মালদা পাকিস্থানে যাবেই, হিন্দুপক্ষ বিপরীতে যথাসম্ভব নিজেদের পক্ষে মালদাকে রেখে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মালদহের জনসংখ্যায় ৫২.৪ শতাংশ মুসলিম হওয়ায় খুব স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগ সহ মুসলিম জনসংখ্যার বড় অংশই মালদা জেলার পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয় নিশ্চিত ছিল, ফলত ১৫ই আগস্ট স্পষ্ট ভাবে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রকাশিতনা হওয়ায় সীমান্তের অস্পষ্টতার সুযোগে হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর আশঙ্কা ও আশার আবহে তৎকালীন মালদায় হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের কট্টর অংশের প্রভাব ও কাজকর্ম বিস্তৃতি লাভ করছিল, বিশেষ করে অনিশ্চয়তার দিনগুলিতে। সাধারণ মানুষও সেই প্রভাবে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছিল। এই দ্বিবিভাজিত ইতিহাসের বর্ণনাই আমরা পাই মালদার স্বাধীনতা নিয়ে বিভিন্ন লেখায়।

পাকিস্থানের পতাকা উত্তোলন : কিছু প্রশ্ন

১৮ই আগস্টের প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ১৫ই আগস্ট পাকিস্থানের পতাকা উত্তোলন। প্রসঙ্গত ১৫ই আগস্ট মালদা জেলা কালেক্টরেটে পূর্ব পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল জনৈক আব্দুল করিম দ্বারা... এখন তথ্য বলছে এরকম কোনো সরকারী নির্দেশ ছিল না। তাও পতাকাটি তোলা হয়, গ্রামে গঞ্জেও অনেক বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু তথ্য ঘাঁটলে এটা বোঝা যায় না যে এই আব্দুল করিম কে ছিলেন, কোনো সরকারি আধিকারিক? আর পাকিস্থানের পতাকা তোলার ক্ষেত্রে সরকারি কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা বড়ো অফিসার কেউই ছিলেন না কেন, প্রথা তো তাই? বরং এই তিনদিন গুজব আর পাল্টা গুজবের ফলে হিন্দুপক্ষে একটা প্যানিক আর মুসলিম পক্ষে যে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ... এর ফলশ্রুতিতেই সম্ভবত এই পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন, যার কোনো সরকারি ঘোষণা ছিল না। আরেকটি তথ্যও গুরুত্বপুর্ণ, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের হাইকমান্ড ২৯ জুন সম্মত হয় যে, স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত বাঙলায় লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকবে। তবে 'পূর্ববঙ্গের' মুসলিম জেলাগুলির জন্য শুধু তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে। (জয়া চ্যাটার্জি, দেশভাগের অর্জন, বাংলা ও ভারত, ১৯৪৭-১৯৬৭, পৃ: ২২ - ২৩)। শেষের লাইনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এমনিতেই, ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক সভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল; এবং সেই মোতাবেকই দেশভাগ পর্যন্ত মালদার দায়িত্ব লীগ সরকারের হাতে থাকে। অর্থাৎ পূর্ব সিদ্ধান্ত মতেই র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত মালদার লীগ সরকারের শাসন অব্যাহত থাকল। কিন্তু পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৫ থেকে ১৭ এই তিনদিন মালদাকে সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনোভাবেই ভারত বা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো সরকারি নির্দেশনামা জারি করা হয়নি। কেবলমাত্র স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে মালদহের জেলাশাসক অশোক মিত্রের আত্মজীবনী দেখা যেতে পারে, তিনি লিখছেন, 'দেশভাগের ফলে মালদা জেলা পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব - পাকিস্তানের মধ্যে শেষ পর্যন্ত দুটি অসমান অংশে ভাগ হয়। সিরিল র‍্যাডক্লিফের দেশভাগ-সম্বন্ধীয় রায়ে স্পষ্ট লেখা ছিল না, মালদা শেষ পর্যন্ত কোনদিকে পড়বে : ভারতে না পাকিস্তানে। ফলে, ১২ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সমগ্র জেলাটি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রশাসনের অধীনে ছিল' (তিন কুড়ি দশ, অশোক মিত্র, খন্ড ৩, নতুন ভারত, পৃ: ২, ৩)।

অতএব হাতে রইলো পেন্সিল

তুষারকান্তি ঘোষ তার লেখাতেই বলছেন, '১৫ আগস্ট মালদার ইতিহাসে একটি ট্র্যাজিক ডে বলা যেতে পারে। কারণ, সেদিন মালদা জেলা স্বাধীনতা পায়নি।' এখানেই সব কথার শেষেই আসল কথাটা লুকিয়ে আছে -'১৫ ই আগস্ট মালদা স্বাধীনতা পায় নি "। স্বাধীনতা কী তবে, যে স্বাধীনতার কথা মালদার অধিকাংশ ইতিহাস লেখকরা লেখেন? যা, ১৫ই আগস্ট পাওয়া যায়নি? অথচ ১৪ই আগস্ট মাঝরাতেই ইংরেজরা ভারত শাসনের অধিকার ত্যাগ করে, ফলে ভারত হোক বা পাকিস্থান, পশ্চিম হোক বা পূর্ব ১৫ ই আগস্ট সবারই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দিন। কথাটা শুধু আজকের এপারের মালদা জেলা সম্বন্ধে নয়, ওপারের মালদার খণ্ডিত অংশের ক্ষেত্রেও সত্য (অন্তত ১৯৭১ পর্যন্ত তাই ছিল)। এরপরও যেটা পড়ে থাকে, তা নিছক একটি প্রশাসনিক দুর্ব্যবস্থা মাত্র। এযাবৎ দীর্ঘদিন, দেশভাগের পর থেকেই, ১৮ আগস্টকে ঘিরে কোনো আগ্রহ বা উন্মাদনা চোখে পড়েনি, এমনকি জেলার বরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও বেঁচে থাকাকালীন এই দিনটি নিয়ে বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস দেখাননি। বইয়ের পাতাতেও এক অনুচ্ছেদের বেশি জায়গা দেওয়া হয়নি, নিছক আর পাঁচটা ঐতিহাসিক দিনের মতোই। আলাদা করে তাকে স্বাধীনতা দিবসের গরিমায় আলোকিত করে তোলা হয়নি কোনোদিনই। ২০১৫ নাগাদ আবার এই দিনটিকে নিয়ে চর্চা শুরু হলো, কতকটা ইতিহাসের নবীকরণ করার মতই। এবং খুব আশ্চর্যজনকভাবে এই ভূমিতে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই, প্রায় হাত ধরাধরি করেই। ১৮ই আগস্ট হয়ে উঠল কখনও ভারতের স্বাধীনতা দিবস, কখনো ভারতভুক্তি দিবস। এখন যেটা জিজ্ঞাস্য, ১৮ আগস্ট যদি মালদার প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস হয়, তবে কার থেকে স্বাধীনতা? ইংরেজরা যে নয় তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি, যাকে সরকারী বয়ানে 'ক্ষমতার হস্তান্তর' বলা হয়, তা ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ এই সম্পন্ন হয়েছে। সেই অর্থে সমস্ত ভারতের স্বাধীনতা দিবস ১৫ ই আগস্ট। আর এটাও নয় যে ১৫ থেকে ১৭ শুধু মালদাতেই ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত ছিল, তাও নয়। একই দেশে দুটি স্বাধীনতা দিবস কিভাবে হয়? আর ১৮ আগস্ট যদি মালদার ভারতভুক্তি হয় (যেটা তুলনামূলকভাবে কম র‍্যাডিক্যাল বক্তব্য), তাহলে ১৫ থেকে ১৭ আগস্ট, ১৯৪৭ মালদা (এবং শুধু মালদাই নয় পাঞ্জাব ও বাংলার আরও অনেকগুলি জেলাই) কোথায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, যদি র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রকাশিত না হয়ে থাকে? আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, এই তিনদিন সমগ্রমালদা পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল (যা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি অস্থায়ী বন্দোবস্ত, সরকারিভাবে ১৫ থেকে ১৭ আগস্ট, ১৯৪৭ মালদার এই ভূখণ্ডের কোনো দেশ ছিল না, স্রেফ কেয়ারটেকার ছিল।), তাহলেও ১৭-র ঘোষণায় তার একাংশই ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় মাত্র। মালদার বাকি অংশ পূর্বপাকিস্থান হয়ে যায়। তাহলে মালদা বলতে আমরা যে অংশকে বুঝছি সেটাও তো সম্পূর্ণ মালদা নয়। শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল ... এই অংশগুলোও কি মালদা ছিল না? নাকি সেই ইতিহাস মুছে গেছে?

তাহলে? অর্থাৎ প্রকারান্তরে ১৮ আগস্টের স্বাধীনতা বললে আসলে এই স্বাধীনতা মুসলমান শাসন থেকে, আর অন্তর্ভুক্তি বললে তাও সেই মুসলিম পাকিস্থান (যা মোটেও সঠিক নয়) এটা বোঝা কঠিন হয়না। সেদিন পাকিস্থানের পতাকা নামিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা তোলার স্বাভাবিক ঘটনাকে এই নতুন ইতিহাসের মূলবিন্দু করে তোলাটাই আজকের সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের প্রতীক মাত্র। আর এর পেছনে এক খণ্ডিত সাম্প্রদায়িক বিবরণ মালদার ইতিহাস হয়ে থেকে যায়। যেটা ছিল নিছক প্রশাসনিক অব্যবস্থা, তাকে সাম্প্রদায়িক ইতিহাস নির্মাণের রাজনৈতিক ভাষ্যে রূপান্তরিত করা হল। যার মধ্যে সত্যতার লেশমাত্র নেই।

(লেখাটি লিখতে যে সকল বইপত্র, রিপোর্ট, তথ্যের সাহায্য নিয়েছি সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ আমার মূল লেখাটিতে পাওয়া যাবে। এই লেখাটি আমার একটি পূর্বের লেখার সংক্ষিপ্ত পুনির্মিণ মাত্র। মূল লেখাটি 'দেশভাগ, ১৮ই আগস্ট, মালদা : একটি মিথের উৎস সন্ধানে', শিরোনামে গৌড়বার্তা উৎসব সংখ্যা, ২০২২ এ প্রকাশিত হয়।)